

‘মোনাজাত’

(প্রিয় পাঠক, আমার এই লেখাটা কয়েক সপ্তাহ আগে লেখা, কিন্তু কিছুটা ব্যাস্ততা আর কিছুটা আলসেমির জন্য পোস্ট করা হয়নি। এখন মনে হলো লেখাটা পোস্ট করাই উত্তম, তাই তেমন কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা ছাড়াই পোস্ট করলাম।)



হে - পাকপরওয়ারদিগার - - - - ।

হে - রাহমাতুললিল আলামিন - - - - ।

আমি গুনাহগার বান্দা তোমার দরবারে হাত তুলেছি আল্লাহ , আমাকে তুমি খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না। তুমি দয়ার সাগর, ইচ্ছে করলে তুমি পারো না এমন কিছুই নাই তোমার এই সৃষ্টির মাঝে। পাহার ভেঙ্গে সাগর, সাগরকে পাহার বানাতে পারো চোখের পলকে। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না। আর পারিনা বলেইতো এই দেশটাকে নিজের জমিদারি মনে করেছিলাম। মনে করেছিলাম সামনের ইলেকশনের পরেই আমার "বাহুরটাকে" জমিদারির প্রধান মন্ত্রনালয়ের দ্বায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমি দেশের সর্বোচ্চ পদটি তে আসীন হয়ে কবর জিয়ারত করে করেই বাকি কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিব। সব কিছুইতো সুচারু ভাবেই ঠিক করে রেখেছিলাম কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

হে - আমার মাবুদ - - - - , বড় বিপদে পরে আজ তোমার দরবারে হাত তুলেছি। কষ্টে বুক ভেঙ্গে যায় তবুও কাদতে পারিনা, পাছে মনের দুর্বলতা পাবলিক জেনে ফেলে, তাছাড়া চোখের পানিতে - মুখের প্রসাধন গলে রূপের কপালে কালিমা মেখে দেয় এই ভয়েই আর কাদা হয় না। তাই তো এখানে এসেছি আজ মন খুলে একটু কাদার জন্যে। এখানে আগেও এসেছি বেশ কয়েক বার, হাত তুলেছি অনেকবার কিন্তু তখন মন ঘুরেছিল টিভি ক্যামেরার দিকে, কিন্তু আজ আমার মন কেবলই তোমার দিকে। আজকের মত এতো অসহায় আর কোন দিন অনুভব করি নাই, হে - পরওয়ারদিগার।

২০০১ সালের ইলেকশনের আগে তোমার ধর্ম রক্ষার মানসে দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে পই পই করে পাবলিককে ইসলাম ও বিসমিল্লাহ রক্ষার আহবান জানিয়েছি, তোমার অপার মহিমায় পাবলিক ও আমার আহবানে সারা দিয়ে আমার ধানের 'গোলা' পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তাইতো বার বার ছুটে গিয়েছি তোমার

দরবারে সুদূর মরুভূমির দেশে শোকারিয়া জানাতে। তোমার ধর্ম রক্ষায় পাবলিকের আগ্রহে আমি হয়ে গেছি অভিভূত। তাইতো "বিসমিল্লাহ" রক্ষার সব দায়িত্ব পাবলিকের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি "গোলা" ও "সম্পদ" বৃদ্ধির কাজে ব্যস্ত ছিলাম গত পাচটি বছর। আমিতো আমার এই দায়িত্বটুকু পালন করেছি খুবি সুচারুভাবে ও দক্ষতার সাথেই। তোমার যদি বিশ্বাস না হয় তবে আমার সব আত্মীয়ও স্বজন ও চামচা - মোসাহেবদের দেশি বিদেশি সব ব্যাঙ্ক একাউন্ট ও সহায় সম্পদ চেক করে দেখতে পার। তারপরেও কেন তুমি আমার উপর নাখোশ হলে - হে পরওয়ারদিগার।

তবে কি এবার আর তোমার ধর্ম 'ইসলাম' রক্ষার জিকির না তুলে 'সংবিধান' রক্ষার জিকির তোলাতে তুমি আমার উপর গোস্বা করেছো? তুমি যদি রাগ করো মাবুদ তবে এই অধম বান্দা কার কাছে যাবো? কয়েক দিন আগেও মনে হয়েছে আমার এই জমিদারিতে সব প্রজারাই আমার আংগুলি হেলনে উঠ-বস করে, কিন্তু এখন দেখছি সবই আমার ভুল ধারণা।

আমার সকল আত্মীয়ও-স্বজন, মোসাহেব-চামচা, বিশেষ করে আমার পোষা বুদ্ধিজীবী মহল আমাকে উৎসাহ দিয়েছে কঠিন হওয়ার জন্য (আমি জাতে পায়ের ধরে আওয়ামী লীগ কে ভোট যুদ্ধে না আনি)। এখন দেখি আমার সব কিছুই ছিল ভুল। চোখের সামনে বাঘা-বাঘা সব ছুদা-ফুদা থেকে আরম্ভ করে আলু-ফালু, পটল - ফুচকা সহ আমার পোষা সব প্রাণীগুলিকে এমনি করে খোয়ারে ডুকাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার বাছুরটার ও বুঝি সময় হয়ে এলো - - - - -। আমার বাছুরটাকে ও যদি - - - - - না, আর ভাবতে ও পারছি না, মাথাটা কেমন করে জানি ঘুরে উঠছে - - - - -



হে - পাকপরওয়ারদিগার - - - - -।

হে - রাহমাতুললিল আলামিন - - - - -।

আমি গুনাহগার বান্দা তোমার দরবারে হাত তুলেছি আল্লাহ, আমার দোয়াকে কবুল কর, হে দয়াময়। গত পাচটি বছর ধরে অনেক কেদেছি মাওলা তোমার কাছে কিন্তু কেন জানি না তুমি আমার উপর নাখোশ হয়ে আছো - হে পরওয়ারদিগার। তবে এখন আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে তুমি একেবারে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নাওনি। মনে হচ্ছে তোমার নেক নজর বুঝি বা এই বান্দার দিকে একটু ঘুরেছে। কি-না করেছি গত পাচটি বছর - একের পর এক করে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারিনি। উলটো ধেনেডের আঘাতে প্রাণটাই চলে যেতে বসেছিল। তোমার দয়ায় বেচে গেলাম, মনে হল তুমি বুঝি আমার উপর শুধু রাগই করো নাই, একেবারে যাকে বলে মহা খাপ্পা হয়েছিলে। তবে কি আমি তোমার 'ইসলামের' কথা না বলে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলি বলেই কি তোমার এত রাগ আমার উপর? আমি মুখে এই কথা বলি বলে কি হয়েছে, নামাজ-রোজা, হজ্জ থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল ঢেকে রাখা কি আমি বেশি করি না? যার উপর তুমি এত খুশি

সেই মহিলাতো মাথা ঢেকে রাখা দুরে থাক, মাথার চুল ফুলিয়ে ফাপিয়ে একেবারে ইমেলদা মার্কেস হয়ে থাকে। আমার বাবা সারা জীবন জেল জরিমানা খেটে খেটে এই দেশটাকে মুক্ত করল, আপামর জনতার মুক্তির জন্য অনেক লোভ লালসাকে পায়ে ঠেলে কারা জীবন বেছে নিয়েছিল কি এই জন্যে? আমি তার মেয়ে হয়ে দেশী কাতান পড়ে পথে পথে আন্দোলন করে যাব আর ওই মহিলা দামী দামি ফরেন শাড়ী-গয়না পড়ে ছাইদী-নিজামীদের মজলিসের মক্ষীরানি হয়ে বসে থাকবে, এ তোমার কেমন বিচার - মাওলা?

নাঃ - আজ আর তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই - মাওলা। বরং মনে হচ্ছে তোমার অপার মহিমা বোঝার শক্তি মানুষের সাধের বাইরে। আমার দলের বুদ্ধিজীবীরা আমাকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার জন্য কতো পই পই করেছে কিন্তু আমি তাদের কোন কথাই শুনি নাই। ওই মহিলা কেমন করে বিসমিল্লার আর ধর্মের কথা বলে বলে ১০টা বছর গালে ব্লাশার আর পাউডার মেখে মেখে মজা করে ভান্সা সুটকেসকে নতুন করে ফেলল। আত্মীয় স্বজনদের রাতারাতি জমিদার বানিয়ে ফেলল। তাইতো আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে ওরা আসলে বুদ্ধিজীবী না, - কুবুদ্ধিজীবী। তাইতো তাদেরতো বটেই, আরও লক্ষ লক্ষ - হাজার হাজার লোকের মনে ছ্যাকা দিয়ে আমি ওই মহিলার মতো মুখে মুখে 'বিসমিল্লা' রক্ষার 'ভড়ং' না করে একেবারে ফতোয়াবাজির দলিল করে বসলাম। মুখের কথা থেকে যে তুমি দলিল দস্তাবেজে বেশি খুশি হয়েছে তাতে আমি এখন নিজের চোখেই দেখছি।

হে মাওলা, আমি তোমার শোকরিয়া করে শেষ করতে পারব না। তোমার কাছে এখন আমার একটাই ফরিয়াদ মাওলা - অবস্থার ফেরে পরে ওই দলিলের ফাইলটা একটু বন্ধ করেছি বলে তুমি আবার নাখোশ হইওনা - মাওলা। তুমি মাওলা আমার দিকে একটু রহমত করো, দেখবা আমি এই ফাইল আবার সময় মতো কেমন করে খুলে ফেলব। তোমার এই ফাইলের যে এত কুদরত তা আমি আগে বুঝি নাই। আর বুঝবই বা কিভাবে, চারিদিক থেকে যেভাবে হইচই আরম্ভ করে দেয় যে ঠিক থাকতে পারি না। তবে এবার আর চিন্তা করো না, তোমার কেলামতি আমি বুঝে ফেলেছি, আমি আর আমার মাথার হিজাব আর হাতের তসবীহ ছাড়ছি না, আমিও ছাইদী-আমিনীর মক্ষী রানী না হলে- - - - -।



হে - পাকপরওয়ারদিগার - - - -।

হে - রাহমাতুললিল আলামিন - - - -।

আমি তোমার নাপাক নাদান বান্দা। সারাটা জীবন ধইরাই তোমার কাছে হাত তুইল্যা অনেক কানতাছি, কিন্তু তুমি আমার দোয়ারে কবুল করছ বইল্যা কোনদিনই টের পাই নাই। যতই কানছি ততই আমার উপর আরও বেশি কইরা নাখোশ হইছো বইল্যা মনে অইছে। তোমার নায়েবে রাছুলদের কথায় বিশ্বাস কইরা জ্ঞান হওয়ার পর থাইক্কা

নমাজ রোজা একদিনের জন্যও কায়জা করি নাই। উপরি সওয়াবের আশায় আরও বেশি কইরা ওয়াজ মাহফিল থাইক্যা শুরু কইরা নফল, তাহাজ্জত সব কিছুই কইর্যা গেছি রীতিমত। তারপরেও ক্যান যে তুমি আমার উপর সদয় হইলা না মাওলা তা আমি আজোও ঠিকমত বুইজ্যা উঠতে পারলাম না। শবে বরাতের রাত জাইগ্যা জাইগ্যা তোমার কাছে কতো কানছি, তুমি নাকি তোমার আরশ থাইক্যা নাইম্যা আসমানের চার তলায় আসো বান্দার অভাব দূর করণের লাইগ্যা, তাই যদি হইব মাওলা, তাহলে কেন আমার অভাব একটুও কমে না? আমার থাইকা কি ওই আলু - ফালু আর সাকা - সালমানরা বেশি তোমারে ডাকে? দশ বছরে তুমি কেমন সুন্দর ভাঙ্গা সুটকেসকে একেবারে সোনার সিন্দুক বানাইয়া ফেললা, আর আমার ঘর-দুয়ার মেরামততো দূরের কথা পেটের খিদা মিটানোর মতো তওফিকওতো আমার দিলা না, এ তোমার কেমন দয়া মাওলা? তয় কি জীবনের পরতম দিকে তোমার প্রিয় পাক পবিত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ কইর্যা দেশ স্বাধীন করছি বইলাই কি তুমি আজোও আমার উপর থাইক্লা রাগ কমাইতে পারো নাই? তাই যদি হয় মাওলা তয় আর তোমার কাছে আমার রিজিকের জন্য কান্না কাটি করমুনা, তোমার বিরুদ্ধে আর অভিযোগও করম না। শুধু এই টুকুই আরজ মাওলা তুমি অনেক করেছে আমাদের জন্য, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তুমি এবার কিছু দিনের জন্য, অন্তত দু-দেড়টা বছরের জন্য হলেও একটু ঘুমিয়ে বিশ্রাম নাও। আমাদের নয়া সরকার যেমন কইরা কুত্তা পিটান আরম্ভ করছে, তাতে তোমার দিলে অনেক চোট লাগতে পারে। যাদের তুমি এতো করে ধন-দৌলত আর রিজিক দিলা তাদের উপর এমন গজব কি আর তোমার সহ্য হবে? তোমার বিসমিল্লার কান্ডারি আর স্বাধীনতার তকমাধারীদের উপর এই কুত্তা পিটানিতে বড়ই সুখ পাইতাছি মাওলা। বিশ্বাস করো আমি আমার পেটের খিদার জ্বালা ভুইল্যা গেছি। মনে হইতাছে সারা জীবন না খাইয়াই থাকমু, কোন দুঃখ নাই। ছোটবেলায় পাড়ার পোলাপানেরা মিলে কাদা-পানিতে ফলাইয়া চুরি করে মুরগা খাওয়া শিয়াল পিটাইতাম। এখন আমার জওয়ান ভাইয়েরা যেভাবে একটার পর একটা মুরগি খাওয়া শিয়ালদের পিটাইয়া খোয়ারে ডুকাইতাছে তাতে আমার কেবল ছোটবেলার ছবি মনে পরতাছে।

মনে হইতাছে জীবনে এমন সুখ বুঝি গত ৩৫ বছরেও পাই নাই। হে - আল্লাহ তুমি অন্তত এই সুখটুকু কিছুদিন পাইতে দাও। তাই তোমার কাছে একটাই মাত্র আরজ মাওলা - ঘুমিয়ে পড়। তোমার যদি ঘুম না আসে তয় নাকে একটু খাটি সরষার তেল ঢেলে হলেও ঘুমিয়ে পড় - মাওলা - - - - - ।

মজিবর রহমান তালুকদার

dulal.talukder@gmail.com

দি নেদারল্যান্ডস

১১।০৩।০৭